নটীর পূজা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীজগদানন্দ রায়

প্রথম সংস্করণ ১৩৩৩ সাল

মূল্য ‖৹ [illegible] আনা

শান্তিনিকেতন প্রেস, বীরভূম
শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

NATIONAL LIBRARY
No. Im/p. 4063
DATE 7/9/09
CALCUTTA

নাট্যোল্লিখিত পাত্রীগণ

লোকেশ্বরী	...	...	রাজমহিষী (মহারাজ বিম্বিসারের পত্নী)
মল্লিকা	...	...	মহারাণী লোকেশ্বরীর সহচরী
বাসবী	...	...	রাজকুমারীগণ
নন্দা	...	...	রাজকুমারীগণ
রত্নাবলী	...	...	রাজকুমারীগণ
অজিতা	...	...	রাজকুমারীগণ
ভদ্রা	...	...	রাজকুমারীগণ
উৎপলপর্ণা	...	...	বৌদ্ধ ভিক্ষুণী
শ্রীমতী	...	...	বৌদ্ধধর্ম্মরতা নটী
মালতী	...	...	বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগিণী পল্লীবালা (শ্রীমতীর সহচরী)

রাজকিঙ্করী ও রক্ষিণীগণ

নটীর পূজা

প্রথম অঙ্ক

মগধ প্রাসাদ ; কুঞ্জবনে

মহারাণী লোকেশ্বরী, ভিক্ষুণী, উৎপলপর্ণা।

লোকেশ্বরী

মহারাজ বিম্বিসার আজ আমাকে স্মরণ করেচেন ?

ভিক্ষুণী

হাঁ।

লোকেশ্বরী

আজ তাঁর অশোক-চৈত্যে পূজা-আয়োজনের দিন—সেই জন্যেই বুঝি ?

ভিক্ষুণী

আজ বসন্ত পূর্ণিমা।

লোকেশ্বরী

পূজা ? কার পূজা ?

ভিক্ষুণী

আজ ভগবান্ বুদ্ধের জন্মোৎসব—তাঁর উদ্দেশে পূজা।

লোকেশ্বরী

আর্য্যপুত্রকে বোলো গিয়ে আমার সব পূজা নিঃশেষে

ঢুকিয়ে দিয়েচি। কেউ বা ফুল দেয় দীপ দেয়—আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি।

ভিক্ষুণী

কী বলচ মহারাণী ?

লোকেশ্বরী

আমার একমাত্র ছেলে, চিত্র—রাজপুত্র আমার,—তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু করে। তবু বলে পূজা দাও! লতার মূল কেটে দিলে তবু চায় ফুলের মঞ্জরী!

ভিক্ষুণী

যাকে দিয়েছ তাকে হারাওনি। কোলে যাকে পেয়েছিলে আজ বিশ্বে তাকেই পেয়েছ।

লোকেশ্বরী

নারী, তোমার ছেলে আছে ?

ভিক্ষুণী

না।

লোকেশ্বরী

কোনোদিন ছিল ?

ভিক্ষুণী

না। আমি প্রথম বয়সেই বিধবা।

লোকেশ্বরী

তা হলে চুপ করো। যে-কথা জানোনা সে-কথা বোলোনা।

ভিক্ষুণী

মহারাণী, সত্যধর্ম্মকে তুমিই ত রাজান্তঃপুরে সকলের প্রথমে আহ্বান করে এনেছিলে? তবে কেন আজ—

লোকেশ্বরী

আশ্চর্য্য—মনে আছে তো দেখি! ভেবেছিলেম সে কথা বুঝি তোমাদের গুরু ভুলে গিয়েছেন। ভিক্ষু ধর্ম্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণ পঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছি, একশো ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙ্‌ত আমার উপবাস, প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সঙ্ঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত। বুদ্ধের ধর্ম্মবৈরি দেবদত্তের উপদেশে যেদিন এখানে সকলেরই মন টলোমলো, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের অশোক তলায় বসিয়ে সকলকে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিয়েছি। নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, শেষে এই পুরস্কার আমারই! যে মহিষীরা বিদ্বেষে জ্বলেছিল, আমার অন্নে বিষ মিশিয়েচে যারা, তাদের তো কিছুই হ'লো না, তাদের ছেলেরা তো রাজভোগে আছে।

ভিক্ষুণী

সংসারের মূল্যে ধর্ম্মের মূল্য নয় মহারাণী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

লোকেশ্বরী

যেদিন দেবদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কুমার অজাতশত্রু, আমি নির্ব্বোধ সেদিন হেসেছিলেম। ভেবেছিলেম ভাঙা ভেলায় এরা সমুদ্রপার হতে চায়।

দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই রাজা হবেন এই ছিল তাঁর আশা। আমি নির্ভয়ে সগর্ব্বে বল্‌লেম দেবদত্তের চেয়েও যে-গুরুর পুণ্যের জোর বেশি তাঁর প্রসাদে অমঙ্গল কেটে যাবে। এত বিশ্বাস ছিল আমার! ভগবান বুদ্ধকে—শাক্যসিংহকে—আনিয়ে তাঁকে দিয়ে আর্য্যপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করালেম। তবু জয় হ'লো কার?

ভিক্ষুণী

তোমারই। সেই জয়কে অন্তর থেকে বাইরে ফিরিয়ে দিয়োনা।

লোকেশ্বরী

আমারই!

ভিক্ষুণী

নয় ত কী। পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন সেদিন তিনি যে-রাজ্য জয় করেছিলেন—

লোকেশ্বরী

সে রাজ্য মুখের কথা, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে সে বিদ্রূপ। আর আমার দিকে তাকাও দেখি! আমি আজ স্বামীসত্ত্বে বিধবা, পুত্রসত্ত্বে পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্ব্বাসিতা। এটাতো মুখের কথা নয়! যারা তোমাদের ধর্ম্ম কোনোদিন মানে নি, তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্চে। তোমরা যাঁকে বলো শ্রীবজ্রসত্ত্ব, আজ কোথায় তিনি—পড়ুক না তাঁর বজ্র এদের মাথায়।

ভিক্ষুণী

মহারাণী এর মধ্যে সত্য আছে কোথায়! এতো ক্ষণকালের স্বপ্ন—যাক্ না ওরা হেসে।

লোকেশ্বরী

স্বপ্ন বটে! তা এই স্বপ্নটা আমি চাইনে। আমি চাই অন্য স্বপ্নটা, যা'কে বলে বিত্ত, যা'কে বলে পুত্র, যা'কে বলে মান। সেই স্বপ্নে বিকশিত হয়ে ঐ দিকে যাঁরা মাথা উঁচু ক'রে বেড়াচ্চেন, বলোনা তাঁদের গিয়ে। পূজো দিন্ না তাঁরা!

ভিক্ষুণী

যাই তবে।

লোকেশ্বরী

যাও, কিন্তু আমার মতো নির্ব্বোধ নয় ওরা। ওদের কিছুই হারাবে না, সবই থাকবে,—ওরাতো বুদ্ধকে মানে নি, শাক্যসিংহের দয়া তো ওদের উপর পড়ে নি, তাই বেঁচে গেল, বেঁচে গেল ওরা। অমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ধৈর্য্যের ভাণ করতে শিখেচ?

ভিক্ষুণী

কেমন ক'রে বল্‌ব? এখনো ভিতরে ভিতরে ধৈর্য্য ভঙ্গ হয়।

লোকেশ্বরী

ধৈর্য্য ভঙ্গ হয় তবু মনে মনে কেবল আমাদের ক্ষমাই করচ। তোমাদের এই নীরব স্পর্দ্ধা অসহ্য! যাও!

ভিক্ষুণীর প্রস্থানোদ্যম

লোকেশ্বরী

শোনো শোনো, ভিক্ষুণী। চিত্র কী-একটা নতুন নাম নিয়েছে। জানো তুমি?

ভিক্ষুণী

জানি, কুশলশীল।

লোকেশ্বরী

যে-নামে তার মা তাকে ডেকেচে সেটা আজ তার কাছে অশুচি। তাই ফেলে দিয়ে চলে গেল!

ভিক্ষুণী

মহারাণী যদি ইচ্ছা করো তাঁকে একদিন তোমার কাছে আন্‌তে পারি।

লোকেশ্বরী

আমি ইচ্ছা করতে যাব কোন্ লজ্জায়! আর আজ তুমি আন্‌বে তাকে আমার কাছে, যে প্রথম এনেচে তাকে এই পৃথিবীতে!

ভিক্ষুণী

তবে আদেশ করো আমি যাই।

লোকেশ্বরী

একটু থামো। তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়?

ভিক্ষুণী

হয়।

লোকেশ্বরী

আচ্ছা, একবার না হয় তাকে—যদি সে—না, থাক্।

ভিক্ষুণী

আমি তাঁকে বল্‌ব। হয়ত তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

(প্রস্থান)

লোকেশ্বরী

হয়তো, হয়তো, হয়তো ! নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে "হয়তো" ছিল না। এত দিনেব সেই মাতৃঋণের দাবী আজ এই একটুখানি হয়তো-য় এসে ঠেকল্‌ ! এ'কেই বলে ধর্ম্ম ! মল্লিকা !

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা

দেবী।

লোকেশ্বরী

কুমার অজাতশত্রুর সংবাদ পেলে ?

মল্লিকা

পেয়েছি। দেবদত্তকে আন্‌তে গেছেন। এরাজ্যে ত্রিরত্ন পূজার কিছুই বাকি থাক্‌বে না।

লোকেশ্বরী

ভীরু ! রাজার সাহস নেই রাজত্ব করতে ! বুদ্ধ ধর্ম্মের কত যে শক্তি তার প্রমাণ তো আমার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। তবু ঐ অপদার্থ দেবদত্তের আড়ালে না দাঁড়িয়ে এই মিথ্যাকে উপেক্ষা করতে ভরসা হ'ল না !

মল্লিকা

মহারাণী, যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায় অমনি উনি দেবদত্ত-শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরো বেশী সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক থেকেই নিরাপদ করতে চান।

লোকেশ্বরী

আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্ব্বলবুদ্ধি ঘুচে গেছে।

মল্লিকা

দেবী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মতোই তোমার এ কথা। তিনি বলেন, লোকেশ্বরী মহারাণীর ভাগ্য ভালো, মিথ্যা যে-সব খোঁটায় মানুষকে বাঁধে ভগবান মহাবোধির কৃপায় সেই সব খোঁটাই তাঁর ভেঙে গেছে।

লোকেশ্বরী

দেখো ঐ সব বানানো কথা শুনলে আমার রাগ ধরে। তোমাদের অতি নির্ম্মল ফাঁকা সত্য নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ঐ মাটিতে-মাখা খুঁটি ক'টা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তা হলে আবার না হয় অশোক চৈত্যে দীপ জ্বালব, একশো শ্রমণকে অন্ন দেব, ওদের যত মন্ত্র আছে সব একধার থেকে আবৃত্তি করিয়ে যাব। আর তা যদি না হয় ত আসুন দেবদত্ত, তা তিনি সাঁচ্চাই হোন আর ঝুঁটোই

হোন ! যাই, একবার প্রাসাদ শিখরে গিয়ে দেখিগে এঁরা কতদূরে !

(উভয়ের প্রস্থান)

বীণা হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ—

লতাবিতানতলে আসন বিছাইয়া—দূরে চাহিয়া—

শ্রীমতী

সময় হোলো, এসো তোমরা ।

(আপন মনে গান)

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি কী জানি ।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি কী জানি ।

(মালতীর প্রবেশ)

মালতী

তুমি শ্রীমতী ?

শ্রীমতী

হাঁ গো, কেন বলো তো ।

মালতী

প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে গান শিখতে ।

শ্রীমতী

প্রাসাদে তোমাকে তো পূর্ব্বে কখনো দেখি নি ।

মালতী

নতুন এসেছি গ্রাম থেকে, আমার নাম মালতী ।

শ্রীমতী

কেন এলে বাছা? সেখানে কি দিন কাট্‌ছিল না? ছিলে পূজার ফুল, দেবতা ছিলেন খুসি ; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে। ব্যর্থ হবে তোমার বসন্ত। গান শিখ্‌তে এসেচ? এইটুকু তোমার আশা?

মালতী

সত্যি বলব? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা। বল্‌তে সঙ্কোচ হয়।

শ্রীমতী

ও, বুঝেছি। রাজরাণী হবার দুরাশা। পূর্ব্বজন্মে যদি অনেক দুষ্কৃতি ক'রে থাকো তো হতেও পারে। বনের পাখী সোনার খাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দুষ্টবুদ্ধি। যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে।

মালতী

কী তুমি ব'লচ, দিদি, ভালো বুঝতে পারচিনে।

শ্রীমতী

আমি বলচি— (গান)

বাঁধন কেন ভূষণ বেশে তোরে ভোলায়
হায় অভাগী!
মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়,
হায় অভাগী!

মালতী

তুমি আমাকে কিছুই বোঝোনি। তবে স্পষ্ট ক'রে

বলি। শুনেচি একদিন ভগবান বুদ্ধ বসেছিলেন এই আরাম-বনে অশোকতলায়। মহারাজ বিম্বিসার সেইখানে না কি বেদী গড়ে দিয়েচেন।

শ্রীমতী

হাঁ, সত্য।

মালতী

রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে পূজা দেন।— আমার যদি সে অধিকার না থাকে আমি সেখানে ধূলা ঝাঁট দেব এই আশা ক'রে এখানে গায়িকার দলে ভর্ত্তি হয়েছি।

শ্রীমতী

এসো এসো বোন, ভালো হ'ল। রাজকন্যাদের হাতে পূজার দীপে ধোঁওয়া দেয় বেশি, আলো দেয় কম। তোমার নির্ম্মল হাত দুখানির জন্যে অপেক্ষা ছিল। কিন্তু এ কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে?

মালতী

কেমন ক'রে বলব, দিদি। আজ বাতাসে বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চ'লে। তার বয়স আঠারো। হাতে ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, "কোথায় যাচ্ছিস ভাই," সে বল্‌লে "খুঁজতে।"

শ্রীমতী

নদীর সব ঢেউকেই সমুদ্র আজ একডাকে ডেকেচে। পূর্ণ চাঁদ উঠল।—একি! তোমার হাতে যে আঙ্‌টি দেখি।

কেমন লাগচে যে! স্বর্গের মন্দার কুঁড়িতো ধূলোর দামে বিকিয়ে গেলোনা?

মালতী

তবে খুলে বলি—তুমি সব কথা বুঝবে।

মালতী

অনেক কেঁদে বোঝবার শক্তি হয়েচে।

মালতী

তিনি ধনী আমরা দরিদ্র। দূর থেকে চুপ করে তাকে দেখেচি। একদিন নিজে এসে বল্‌লেন, মালতীকে আমার ভালো লাগে। বাবা বল্‌লেন, মালতীর সৌভাগ্য। সব আয়োজন সারা হ'ল যেদিন, এলেন তিনি দ্বারে। বরের বেশে নয় ভিক্ষুর বেশে। কাষায় বস্ত্র, হাতে দণ্ড। বল্‌লেন, যদি দেখা হয় তো মুক্তির পথে, এখানে নয়।—দিদি, কিছু মনে কোরোনা—এখনো চোখে জল আস্‌চে, মন যে ছোটো।

শ্রীমতী

চোখের জল বয়ে যাক্ না। মুক্তিপথের ধূলো ঐ জলে মরবে।

মালতী

প্রণাম করে বল্‌লেম, "আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয় নি। যে আঙটি পরাবে কথা দিয়েছিলে সেটি দিয়ে যাও।" এই সেই আঙটি। ভগবানের আরতিতে এটি যেদিন আমার হাত থেকে তাঁর পায়ে খ'সে পড়বে সেইদিন মুক্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী

কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিলো, আজ তারা ঘর ভাঙলো। কত মেয়ে চীবর প'রে পথে বেরিয়েচে, কে জানে সে কি পথের টানে, না পথিকের টানে? কতবার হাত জোড় ক'রে মনে মনে প্রার্থনা করি—বলি "মহাপুরুষ, উদাসীন থেকো না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোখের জলে তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও।" রাজবাড়ির মেয়েরা ঐ আসচেন।

(বাসবী নন্দা রত্নাবলী অজিতা মল্লিকা ভদ্রার প্রবেশ)

বাসবী

এ মেয়েটি কে, দেখি দেখি! চুল চূড়া করে বেঁধেচে, অলকে দিয়েচে জবা। নন্দা, দেখে যাও, আকন্দের মালা দিয়ে বেণী কি রকম উঁচু করে জড়িয়েচে। গলায় বুঝি কুঁচ ফলের হার? শ্রীমতী, এ কোথা থেকে এলো?

শ্রীমতী

গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রত্নাবলী

পেয়েছ একটি শীকার! ওকে শিষ্যা করবে বুঝি? আমাদের উদ্ধার করতে পারলে না, এখন গ্রামের মেয়ে ধ'রে মুক্তির ব্যবসা চালাবে!

শ্রীমতী

গ্রামের মেয়ের মুক্তির ভাবনা কী! ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা পড়ে নি—না ধূলায়, না মণিমাণিক্যে—স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেয়।

রত্নাবলী

স্বর্গে যদি না যাই সেও ভালো কিন্তু তোমার উপদেশের জোরে যেতে চাইনে। গণেশের ইঁদুরের কৃপায় সিদ্ধি-লাভ করতে আমার উৎসাহ নেই, বরঞ্চ যমরাজের মহিষটাকে মান্‌তে রাজি আছি।

নন্দা

রত্না, তোমার বাহন তো তৈরিই আছে,—লক্ষ্মীর পেঁচা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কেন বিদ্রূপ! ও তো উপদেশ দিতে আসে না।

বাসবী

ওর চুপ করে থাকাইতো বাশীকৃত উপদেশ। ঐ দেখো না, চুপি চুপি হাস্‌চে। ওটা কি উপদেশ হ'ল না?

রত্নাবলী

মহৎ উপদেশ! অর্থাৎ কিনা, মধুরের দ্বারা কটুকে জয় করবে, হাস্যের দ্বারা ভাষ্যকে।

বাসবী

একটু ঝগড়া করো না কেন, শ্রীমতী। এত মধুর কি সহ্য হয়? মানুষকে লজ্জা দেওয়ার চেয়ে মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া যে ঢের ভালো।

শ্রীমতী

ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম বাইরে মন্দর ভাণ করলে সেটা গায়ে লাগ্‌ত না। কলঙ্কের ভাণ করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু অমাবস্যা! সে যদি মেঘের মুখোষ পরে?

অজিতা

ঐ দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক্ হয়ে ভাবচে, রাজ-বাড়ির মেয়েগুলোর রসনায় রস নেই কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম, ভুলে গেছি।

মালতী

মালতী।

অজিতা

কী ভাবছিলে বলোনা।

মালতী

দিদিকে ভালো বেসেছি, তাই ব্যথা লাগ্‌ছিল।

অজিতা

আমরা যাকে ভালোবাসি তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলঙ্কারশাস্ত্রের এই নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্রা

মালতী, কী-একটা কথা যেন বল্‌তে যাচ্ছিলে। বলেই ফেলোনা। আমাদের তুমি কী ভাবো জান্‌তে ভারি কৌতূহল হয়।

মালতী

আমি বল্‌তে চাচ্ছিলেম, "হাঁগা, তোমরা নিজের কথা শুন্‌তেই এত ভালোবাসো, গান শোনবার সময় বয়ে যায়।"

সকলের উচ্চহাস্য

বাসবী

হাঁ গা, হাঁ গা! রাজবাড়ির ব্যাকরণচুঞ্চুকে ডাকো। তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধকারকের শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছয় নি।

রত্নাবলী

হাঁগা বাসবী, হাঁগা রাজকুলমুকুটমণিমালিকা!

বাসবী

হাঁগা রত্নাবলী, হাঁগা ভুবনমোহনলাবণ্যকৌমুদী— ব্যাকরণের এ কী নূতন সম্পদ! সম্বন্ধ কারকে হাঁগা!

মালতী

দিদি, এঁরা কি আমার উপরে রাগ করেছেন?

নন্দা

ভয় নেই তোমার মালতী। দিগ্‌বালিকারা শিউলি বনে যখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ ক'রে করে না, তাদের আদর করবার প্রথাই ঐ।

অজিতা

ঐ দেখো শ্রীমতী মনে মনেই গান গেয়ে যাচ্চে। আমাদের কথা ওর কানেই পৌঁছচ্চে না। শ্রীমতী, গলা ছেড়ে গাওনা, আমরাও যোগ দেব।

শ্রীমতীর গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি কী জানি।

নানাকাজে নানামতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি !
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
"আর নয়, আর নয়।"
সে কথা কি নানাসুরে
বলে মোরে, "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি।

বাসবী

মালতী, তোমার চোখে যে জল ভ'রে এলো। এ গানের মধ্যে কী বুঝলে বলোতো।

মালতী

শ্রীমতী ডাক শুনেচে।

বাসবী

কার ডাক ?

মালতী

যার ডাকে আমার ভাই গেলো চলে। যার ডাকে আমার—

বাসবী

কে, কে তোমার ?

শ্রীমতী

মালতী, বোন আমার, চুপ্, আর বলিস্‌নে। চোখ মুছে ফেল্, এ কাঁদবার জায়গা নয়।

বাসবী

শ্রীমতী, ওকে বাধা দিলে কেন ? তুমি কি মনে ভাব আমরা কেবল হাসতেই জানি ?

ভদ্রা

আমরা কি একেবারেই জানিনে হাসি কোন্ জায়গায় নাগাল পায় না ?

মালতী

রাজকুমারী আজ ত বাতাসে বাতাসে কথা চল্‌চে তোমরা শোনো নি ?

নন্দা

সকালের আলোতে পদ্মের পাপ্‌ড়ি খুলে যায়, কিন্তু রাজপ্রাসাদের দেয়াল ত খোলে না।

(লোকেশ্বরীর প্রবেশ। সকলের প্রণাম)

লোকেশ্বরী

আমি সহ্য করতে পারচিনে। ঐ শুনচনা রাস্তায় রাস্তায় স্তবের ধ্বনি—ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায়। শুনলে এখনো আমার বুকের ভিতর জ্বলে ওঠে। (কানে হাত দিয়া) আজই থামিয়ে দেওয়া চাই। এখনি, এখনি।

মল্লিকা

দেবী শান্ত হোন্!

লোকেশ্বরী

শান্ত হব কিসে? কোন্ মন্ত্রে শান্ত করবে? সেই, নমঃ পরম শান্তায়, মহাকারুণিকায়—এ মন্ত্র আর নয়, আর নয়। আমার মন্ত্র "নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ, নমঃ স্ত্রীবজ্রমহাকালায়।" অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আস্‌বে। নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্রের মতো খসে খসে পড়বে।—তোমরা কুমারীরা এখানে কী করচ?

রত্নাবলী

(হাসিয়া) অপেক্ষা করচি উদ্ধারের। মলিন মনকে নির্ম্মল করে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু ক'রে এগোচ্চি।

বাসবী

অশ্রাব্য তোমার এই অত্যুক্তি।

লোকেশ্বরী

এই নটীর শিষ্যা! শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্ম্মই এসেছে। পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে! শ্রীমতী বুঝি আজ হঠাৎ সাধ্বী হয়ে উঠেচে! যেদিন ভগবান বুদ্ধ অশোকবনে এসেছিলেন রাজপুরীর সকলেই তাঁকে দেখতে এলো, এ'কেও দয়া ক'রে ডাকতে পাঠিয়েছিলেম। পাপিষ্ঠা এলোই না। তবু আজ না কি ভিক্ষু উপালি রাজবাড়িতে

একমাত্র ওর হাতেই ভিক্ষা নিতে আসে, রাজকুমারীদের এড়িয়ে যায়। মূঢ়ে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্ম্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস্, উচ্চ আসনকে ধূলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম্ম! যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে—এ'কে ধর্ম্ম বলিস্ তোরা আত্মঘাতিনীরা? উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর্ দেখি নটী! দেখি কত বড়ো সাহস! পাপ রসনায় পক্ষাঘাত হবেনা?

শ্রীমতী

(করজোড়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমো ধর্ম্মায় তারণে, নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায় নমঃ!

লোকেশ্বরী

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে—থাক্ থাক্ থাম্ থাম্।

শ্রীমতী

মৎহিতায় অনাথায় অনুকম্পায় যে বিভো -

লোকেশ্বরী

(বক্ষে করাঘাত করিয়া) ওরে অনাথা, অনাথা!—শ্রীমতী একবার বলোতো, "মহাকারুণিকো, নাথো"—

উভয়ে আবৃত্তি

মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।

লোকেশ্বরী

হয়েছে, হয়েছে, থাক্ আর নয়। "নমো বজ্রক্রোধ ডাকিন্যৈ!"

অনুচরীর প্রবেশ

অনুচরী

মহারাণী, এই দিকে আসুন্ নিভৃতে। (জনান্তিকে) রাজকুমার চিত্র এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

লোকেশ্বরী

কে বলে ধর্ম্ম মিথ্যা! পুণ্যমন্ত্রের যেম্‌নি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল! ওরে বিশ্বাসহীনারা, তোরা আমার দুঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি! "মহাকারুণিকো নাথো" তাঁর করুণার কত বড়ো শক্তি! পাথর গলে যায়। এই আমি তোদের সবাইকে বলে যাচ্ছি, পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন। যারা ভগবানকে অপমান করেছে দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে! বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি—(বলিতে বলিতে অনুচরীসহ প্রস্থান)

রত্নাবলী

মল্লিকা, হাওয়া আবার কোন্ দিক থেকে বইল?

মল্লিকা

আজ কাল আকাশ জুড়ে এ যে পাগলামির হাওয়া, এর কি গতির স্থিরতা আছে? হঠাৎ কাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যায় কেউ বল্‌তে পারে না। সেই যে কলন্দক আজ চল্লিশ বছর জুয়ো খেলে কাটালে, সে হঠাৎ শুনি না কি ওদের অর্হৎ হয়ে উঠেচে। আবার নন্দিবর্দ্ধন, যজ্ঞে যে সর্ব্বস্ব দিতে পণ করলে আজ ব্রাহ্মণ দেখ্‌লে সে মারতে যায়।

রত্নাবলী

তাহলে রাজকুমার চিত্র ফিরে এলেন!

মল্লিকা

দেখোনা শেষ পর্য্যন্ত কী হয়।

মালতী

ভগবান দয়াবতার যেদিন এখানে এসেছিলেন সেদিন শ্রীমতী দিদি তাঁকে দেখ্‌তে যাওনি, একি সত্য?

শ্রীমতী

সত্য। তাঁকে দেখা দেওয়াই যে পূজা দেওয়া। আমি মলিন, আমার মধ্যে তো নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না।

মালতী

হায়, হায় তবে কী হলো দিদি!

শ্রীমতী

অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখ্‌লেই দেখি, তাঁর কথা কানে শুন্‌লেই কি শোনা যায়?

রত্নাবলী

ইস্‌, এটা আমাদের পরে কটাক্ষপাত হল। একটু প্রশ্রয়ের হাওয়াতেই নটীর সৌজন্যের আবরণ উড়ে যায়।

শ্রীমতী

কৃত্রিম সৌজন্যের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করবনা, স্পষ্টই বল্‌ব, তোমাদের চোখ যাঁকে দেখেচে তোমরা তাঁকে দেখোনি।

রত্নাবলী

বাসবী, ভদ্রা, এই নটীর স্পর্দ্ধা সহ্য করচ কেমন করে ?

বাসবী

বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি তা হলে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর একবার গাও তো তোমার মন্ত্রটি, আমার মনের কাঁটাগুলোর ধার ক্ষয়ে যাক্।

শ্রীমতী

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমো ধর্ম্মায় তারণে, নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায় নমঃ।

নন্দা

ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী

বিনয় ভুলেচ নটী! এ কথার প্রতিবাদ করবে না ?

শ্রীমতী

কেন করব রাজকুমারী ? তিনি যদি আমারও অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই ?

বাসবী

থাক্ থাক্ মুখের কথায় কথা বেড়ে যায়। তুমি গান গাও।

শ্রীমতীর গান

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে ?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে ॥
তোমারি সে ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে ॥

নেপথ্যে

ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়, বোধিসত্ত্বায়, মহাসত্ত্বায়, মহাকারুণিকায়।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

সকলে

ভগবতি, নমস্কার।

ভিক্ষুণী

ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্‌খন্তু সব্বদেবতা।
সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থী ভবন্তুতে ॥

শ্রীমতী !

শ্রীমতী

কী আদেশ ?

ভিক্ষুণী

আজ বসন্ত পূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।

রত্নাবলী

বোধ হয় ভুল শুন্‌লেম। কোন্ শ্রীমতীর কথা বল্‌চেন?

ভিক্ষুণী

এই যে, এই শ্রীমতী।

রত্নাবলী

রাজবাড়ির এই নটী?

ভিক্ষুণী

হাঁ, এই নটী।

রত্নাবলী

স্থবিরদের কাছে উপদেশ নিয়েচেন?

ভিক্ষুণী

তাঁদেরই এই আদেশ।

রত্নাবলী

কে তাঁরা? নাম শুনি।

ভিক্ষুণী

একজন তো উপালি।

রত্নাবলী

উপালি তো নাপিত।

ভিক্ষুণী

সুনন্দও বলেছেন।

রত্নাবলী

তিনি গোয়ালার ছেলে।

ভিক্ষুণী

সুনীতেরও এই আদেশ।

রত্নাবলী

তিনি নাকি জাতিতে পুক্কুস।

ভিক্ষুণী

রাজকুমারী এঁরা জাতিতে সকলেই এক। এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জানোনা।

রত্নাবলী

নিশ্চয় জানিনে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ হয় এর সঙ্গে জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন?

ভিক্ষুণী

সে কথা সত্য। রাজপিতা বিম্বিসার "রাজগৃহ" নগরীর নির্জ্জনবাস থেকে স্বয়ং আজ এসে ব্রতপালন করবেন। তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে আনিগে। (প্রস্থান)

অজিতা

কোথায় চলেচ শ্রীমতী?

শ্রীমতী

অশোকবনের আসনবেদী ধৌত করতে যাব।

মালতী

দিদি আমাকে সঙ্গে নিয়ো।

নন্দা

আমিও যাব।

অজিতা

ভাব্‌চি গেলে হয়।

বাসবী

আমিও দেখিগে, তোমাদের অনুষ্ঠানটা কী রকম।

রত্নাবলী

কী শোভা! শ্রীমতী করবে পূজার উদ্যোগ, তোমরা পরিচারিকার দল করবে চামরবীজন।

বাসবী

আর এখান থেকে তুমি অভিশাপের উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলবে। তাতে অশোকবনও দগ্ধ হবেনা, শ্রীমতীর শান্তিও থাক্‌বে অক্ষুন্ন। (রত্নাবলী ও মল্লিকা ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান)

রত্নাবলী

সইবেনা! সইবেনা! এ একেবারে সমস্তর বিরুদ্ধ! মল্লিকা, পুরুষ হয়ে জন্মালুমনা কেন! এই কঙ্কণপরা হাতের পরে ধিক্কার হয়! যদি থাক্‌ত তলোয়ার! তুমিও তো মল্লিকা সমস্তক্ষণ চুপ করে বসে ছিলে, একটি কথাও কও নি! তুমিও কি ঐ নটীর পরিচারিকার পদ কামনা করো?

মল্লিকা

করলেও পাবোনা। নটী আমাকে খুব চেনে।

রত্নাবলী

চুপ ক'রে সহ্য করো কী ক'রে বুঝতে পারিনে। ধৈর্য্য নিরুপায় ইতর লোকের অস্ত্র, রাজার মেয়েদের না।

মল্লিকা

আমি জানি প্রতিকার আসন্ন, তাই শক্তির অপব্যয় করিনে।

রত্নাবলী

নিশ্চিত জানো?

মল্লিকা

নিশ্চিত।

রত্নাবলী

গোপন কথা যদি হয় বোলোনা। কেবল এইটুকু জান্‌তে চাই ঐ নটী কি আজ সন্ধ্যাবেলায় পূজা করবে আর রাজ-কন্যারা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে?

মল্লিকা

না কিছুতেই না! আমি কথা দিচ্চি।

রত্নাবলী

রাজগৃহলক্ষ্মী তোমার বাণীকে সার্থক করুন্‌!

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান লোকেশ্বরী ও মল্লিকা

মল্লিকা

পুত্রের সঙ্গে তো দেখা হ'লো মহারাণী ! তবে এখনো কেন—

লোকেশ্বরী

পুত্রের সঙ্গে ? পুত্র কোথায় ? এ যে মৃত্যুর চেয়ে বেশি ! আগে বুঝতে পারি নি !

মল্লিকা

এমন কথা কেন বল্‌চেন ?

লোকেশ্বরী

পুত্র যখন অপুত্র হয়ে মা'র কাছে আসে তার মতো দুঃখ আর নেই। কী রকম ক'রে সে চাইলে আমার দিকে ? তার মা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেচে—কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই ! নিজের এত বড়ো নিঃশেষে সর্ব্বনাশ কল্পনাও করতে পারতুম না।

মল্লিকা

রক্ত মাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্ম্মল নূতন জন্ম লাভ করেন।

লোকেশ্বরী

হায়রে রক্ত মাংস! হায়রে অসহ্য ক্ষুধা, অসহ্য বেদনা! রক্ত মাংসের তপস্যা এ'দের এই শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম!

মল্লিকা

কিন্তু যাই বলো দেবী, তাঁকে দেখ্‌লেম, সে কী রূপ! আলো দিয়ে ধোওয়া যেন দেবমূর্ত্তি খানি।

লোকেশ্বরী

ঐ রূপ নিয়ে তার মাকে সে লজ্জা দিয়ে গেল। যে মায়ের প্রাণ আমার নাড়ীতে, যে মায়ের স্নেহ আমার হৃদয়ে, তাকে ঐ রূপ ধিক্কার দিলে! যে-জন্ম তাকে দিয়েছি আমি, সে জন্মের সঙ্গে তার এ জন্মের কেবল যে বিচ্ছেদ তা নয়, বিরোধ! দেখ মল্লিকা আজ খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেম এ ধর্ম্ম পুরুষের তৈরি। এ ধর্ম্মে মা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক; স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। যারা না-পুত্র না-স্বামী না-ভাই সেই সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণকে শুকিয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাক্‌ব! মল্লিকা, এই পুরুষের ধর্ম্ম আমাদের মেরেচে, আমরাও এ'কে মারব!

মল্লিকা

কিন্তু দেবী, দেখনি, মেয়েরাই যে দলে দলে চলেছে বুদ্ধকে পূজা দেবার জন্যে!

লোকেশ্বরী

মূঢ় ওরা, ভক্তি করবার ক্ষুধার ওদের অন্ত নেই। যা ওদের সব চেয়ে মারে তাকেই ওরা সব চেয়ে বেশি করে দেয়। এই মোহকে আমি প্রশ্রয় দিই নে।

মল্লিকা

মুখে বল্‌চ, মহারাণী। নিশ্চয় জানি, তোমার ঐ পুত্র আজ তোমার সেবাকক্ষের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার পূজাকক্ষের দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেচে। তোমার মানবপুত্র কোল থেকে নেমে আজ দেবতাপুত্র হয়ে তোমার হৃদয়ের পূজাবেদীতে চড়ে বসেছে।

লোকেশ্বরী

চুপ্ চুপ্! বলিস্‌নে! আমি হাত জোড় ক'রে তাকে অনুরোধ করলেম, বল্‌লেম, "একরাত্রির জন্যে তোমার মাতার ঘরে থেকে যাও।" সে বল্‌লে, "আমার মাতার ঘরের উপরে ছাদ নেই—আছে আকাশ।" মল্লিকা, যদি মা হতিস্ তো বুঝতিস্ কতবড় কঠিন কথা! বজ্র দেবতার হাতের কিন্তু সে তো বজ্র। বুক বিদীর্ণ হয়ে যায় নি! সেই বিদীর্ণ বুকের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঐ যে রাস্তার শ্রমণদের গর্জ্জন আমার পাঁজর গুলোর ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্চে—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি!

মল্লিকা

একি মহারাণী, মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজো আপনি যে নমস্কার করেন!

লোকেশ্বরী

ঐ তো বিপদ! মল্লিকা, দুর্ব্বলের ধর্ম্ম মানুষকে দুর্ব্বল করে। দুর্ব্বল করাই এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে। ব্রাহ্মণকে বল্‌বে সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বল্‌বে ভিক্ষা করো। এই ধর্ম্মের বিষ অনেক দিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেচি। সেইজন্যে আজ আমিই এ'কে সব চেয়ে ভয় করি! ঐ কে আস্‌চে?

মল্লিকা

রাজকুমারী বাসবী। পূজাস্থলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেচেন।

বাসবীর প্রবেশ

লোকেশ্বরী

পূজায় চলেচ?

বাসবী

হাঁ।

লোকেশ্বরী

তোমাদের তো বয়স হয়েচে।

বাসবী

আমাদের ব্যবহারে তার কি কোনো বৈলক্ষণ্য দেখ্‌চেন?

লোকেশ্বরী

শিশু! তোমরা না কি ব'লে বেড়াচ্চ, অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ!

বাসবী

আমাদের চেয়ে যাঁদের বয়স অনেক বেশি তাঁরাই ব'লে বেড়াচ্ছেন, আমরা তো কেবল মুখে আবৃত্তি করি মাত্র।

লোকেশ্বরী

নির্ব্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইতরের ধর্ম্ম! হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান।

বাসবী

শক্তির কি কোমলরূপ নেই?

লোকেশ্বরী

আছে, যখন সে ডোবায়। যখন সে দৃঢ় করে বাঁধে তখন না। পর্ব্বতকে সৃষ্টিকর্ত্তা নির্দ্দয় পাথর দিয়ে গড়েচেন, পাঁক দিয়ে নয়। তোমাদের গুরুর কৃপায় উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত সবই কি হবে পাঁক? রাজবাড়িতে মানুষ হয়েও এই কথাটা মান্‌তে ঘৃণা হয় না? চুপ করে রইলে যে?

বাসবী

ভেবে দেখচি, মহারাণী।

লোকেশ্বরী

ভাববার কী আছে! চোখের সামনে দেখলে তো, রাজপুত্র এক মুহূর্ত্তে রাজা হতে ভুলে গেল। ব'লে গেল চরাচরকে দয়া করবার সাধনা করব। শোনোনি, বাসবী?

বাসবী

শুনেছি।

লোকেশ্বরী

তাহলে নির্দ্দয়তা করবার গুরুতর কাজ গ্রহণ কববে কে? কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি? যত সব মাথা-হেঁট-করা উপবাসজীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাগ্নিম্লান নির্জ্জীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে? তোবা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেক্‌চে কেন বাসবী?

বাসবী

এই পুরোনো কথাটা হঠাৎ আজ যেন একদিনে ঢাকা পড়ে গেছে—বসন্তে নিষ্পত্র কিংশুকের শাখা যেমন কবে ফুলে ঢেকে যায়।

লোকেশ্বরী

কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম্ম ভুলে যায় কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুল্‌তে দেয় তাহলে মরণ যে সেই নারীর! মহা লতার জন্যে কি মহাবৃক্ষের দরকার নেই? সব গাছই গুল্ম হয়ে গেলে কি তার পক্ষে ভালো? বল্‌না। মুখে যে উত্তর নেই!

বাসবী

মহাবৃক্ষ চাই বই কি।

লোকেশ্বরী

কিন্তু বনস্পতি নির্ম্মূল করবার জন্যেই এসেচেন তোমা-দের গুরু। তাও যে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে করবেন এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের পোকা তলায় তলায়

লাগিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মজ্জাকে জীর্ণ করবেন, বিনা যুদ্ধে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে! তার আগেই যেন মরো আমার এই আশীর্ব্বাদ। কী ভাব্‌চ? কথাটা মনে লাগ্‌চেনা?

বাসবী

ভালো করে ভেবে দেখি।

লোকেশ্বরী

ভেবে দেখবার দরকার নেই, প্রমাণ দেখো। আর্য্যপুত্র বিম্বিসার, ক্ষত্রিয় রাজা, রাজত্ব তো তাঁর ভোগের জিনিষ নয়, তাতেই তাঁর ধর্ম্মসাধনা। কিন্তু কোন্ মরুর ধর্ম্ম কানে মন্ত্র দিল অম্‌নি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খ'সে পড়লেন— অস্ত্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না। বাসবী, এক-দিন তুমিও রাজার মহিষী হবে এ আশা কি ত্যাগ করেছ?

বাসবী

কেন ত্যাগ করব?

লোকেশ্বরী

তাহলে জিজ্ঞাসা করি দয়া-মন্ত্রের হাওয়ায় যে রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টল্‌মল্‌ করে, রাজদণ্ড যার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে ম্লান তাকে শ্রদ্ধা ক'রে বরণ করতে পারবে?

বাসবী

না।

লোকেশ্বরী

আমার কথাটা বলি। মহারাজ বিম্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবচ ওঁর জন্যে সাজব! যে-মানুষ রাজাও নয়, ভিক্ষুও নয়, যে-মানুষ ভোগেও নেই ত্যাগেও নেই তাকে অভ্যর্থনা! কখনো না। বাসবী তোমাকে বারবার বল্‌চি, এই পৌরুষহীন আত্মাবমাননার ধর্ম্মকে কিছুতে স্বীকার কোরোনা।

মল্লিকা

রাজকুমারী, কোথায় চলেচ?

বাসবী

ঘরে।

মল্লিকা

এদিকে নটী যে প্রস্তুত হয়ে এলো!

বাসবী

থাক্, থাক্। (প্রস্থান)

মল্লিকা

মহারাণী, শুন্‌তে পাচ্চ?

লোকেশ্বরী

শুন্‌চি বইকি। বিষম কোলাহল।

মল্লিকা

নিশ্চয় এঁরা এসে পড়েচেন।

লোকেশ্বরী

কিন্তু ঐযে এখনো শুনচি, নমো—

মল্লিকা

সুর বদ্‌লেচে। "নমো বুদ্ধায়" গর্জ্জন আরো প্রবল হয়ে উঠেচে আঘাত পেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে ঐ শোনো—"নমঃ পিনাকহস্তায়!" আর ভয় নেই।

লোকেশ্বরী

ভাঙ্‌লরে ভাঙল! যখন সব ধূলো হয়ে যাবে তখন কে জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলেম। হায়রে, কত ভক্তি! মল্লিকা, ভাঙার কাজটা শীঘ্র হয়ে গেলে বাঁচি— ওর ভীৎটা যে আমার বুকের মধ্যে!

(রত্নাবলীর প্রবেশ)

রত্না, তুমিও চলেছ পূজায়?

রত্নাবলী

ভ্রমক্রমে পূজ্যকে পূজা না করতে পারি কিন্তু অপূজ্যকে পূজা করার অপরাধ আমার দ্বারা ঘটে না।

লোকেশ্বরী

তবে কোথায় যাচ্চ?

রত্নাবলী

মহারাণীর কাছেই এখানে এসেচি। আবেদন আছে।

লোকেশ্বরী

কী, বলো।

রত্নাবলী

ঐ নটী যদি এখানে পূজার অধিকার পায় তাহলে এই অশুচি রাজবাড়িতে বাস করতে পারব না।

লোকেশ্বরী

আশ্বাস দিচ্ছি, আজ এ পূজা ঘটবেনা।

রত্নাবলী

আজ না হোক্ কাল ঘটবে।

লোকেশ্বরী

ভয় নেই, কন্যা, পূজাকে সমূলে উচ্ছেদ করব।

রত্নাবলী

যে অপমান সহ্য করেছি তাতেও তার প্রতিকার হবে না।

লোকেশ্বরী

তুমি রাজার কাছে অভিযোগ করলে নটীর নির্ব্বাসন, এমন কি, প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

রত্নাবলী

তাতে ওর গৌরব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লোকেশ্বরী

তবে তোমার কী ইচ্ছা?

রত্নাবলী

ও যেখানে পূজারিণী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে। মল্লিকা, চুপ করে রইলে যে? তুমি কী বলো?

মল্লিকা

প্রস্তাবটা কৌতুকজনক।

লোকেশ্বরী

আমার মন সায় দিচ্ছে না রত্না।

রত্নাবলী

ঐ নটীর পরে মহারাণীর এখনো দয়া আছে দেখচি।

লোকেশ্বরী

দয়া! কুকুর দিয়ে ওর মাংস ছিঁড়ে খাওয়াতে পারি। আমার দয়া!

লোকেশ্বরী

অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে পূজা দিয়েচি। পূজার বেদী ভেঙে পড়বে সেও সইতে পারি। কিন্তু রাজরাণীর পূজার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত!

রত্নাবলী

প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন। ঐ টুকু ব্যথাকে যদি প্রশ্রয় দেন তবে ঐ ব্যথার উপরেই ভাঙা পূজার বেদী বারেবারে গড়ে উঠ্‌বে।

লোকেশ্বরী

সে ভয় মনে একেবারে নেই তা নয়।

রত্নাবলী

মোহে প'ড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন তাকে দূরে সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না। সেই মিথ্যাকে অপমান করুন তবে মুক্তি পাবেন।

লোকেশ্বরী

মল্লিকা, ঐ শোনো। উদ্যানের উত্তরদিক্ থেকে শব্দ আস্‌চে। ভেঙে ফেল্‌লে, সব ভেঙে ফেল্‌লে। ওঁ নমো— যাক্ যাক্ ভেঙে যাক্!

রত্নাবলী

চলোনা, মহারাণী, দেখে আসিগে!

লোকেশ্বরী

যাব, যাব, কিন্তু এখনো না।

রত্নাবলী

আমি দেখে আসিগে। (প্রস্থান)

লোকেশ্বরী

মল্লিকা, বাঁধন ছিঁড়তে বড় বাজে।

মল্লিকা

তোমার চোখ দিয়ে যে জল পড়্‌চে।

লোকেশ্বরী

ঐ শোনো না, "জয় কালী করালী"—অন্য ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এলো এ আমি সইতে পারচিনে।

মল্লিকা

বুদ্ধের ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করলে আবার ফিরে আসবে—অন্য ধর্ম্ম দিয়ে চাপা না দিলে শান্তি নেই। দেবদত্তের কাছে যখন নূতন মন্ত্র নেবে তখনি সান্ত্বনা পাবে।

লোকেশ্বরী

ছি, ছি, বোলোনা, বোলোনা, মুখে এনো না! দেবদত্ত ক্রুর সর্প, নরকের কীট! যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলেম তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ! যে-আসনে আমার সেই পরম নির্ম্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই

দেবদত্তকে ডেকে আন্‌ব! (জানু পাতিয়া) ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। "দ্বারত্রয়েণ কৃতং সর্ব্বং অপরাধং ক্ষমতু মে প্রভো!" (উঠিয়া) ভয় নেই, মল্লিকা, ভিতরে উপাসিকা আছে সে ভিতরেই থাক্‌, বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধূ, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মল্লিকা, আমার নির্জ্জন ঘরে গিয়ে বসিগে, যখন ধূলার সমুদ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকো।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ধূপ দীপ গন্ধমাল্য মঙ্গলঘট প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া রাজবাটির একদল নারীর প্রবেশ)

পুষ্পপাত্রকে ঘিরিয়া সকলে

বণ্ণ গন্ধ গুণোপেতং মেতং কুসুম সন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্‌স সিরি পাদ সরোরুহে॥

(প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি)

ধূপপাত্রকে ঘিরিয়া

গন্ধ সম্ভার যুত্তেন ধূপেনাহ সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমং॥

(শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম)

শ্রীমতী

(প্রদীপের থালা ঘেরিয়া)

ঘন সারপ্প দিত্তেন দীপেন তম ধংসিনা।
তিলোক দীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং॥

(শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম)

(আহার্য্য নৈবেদ্য ঘেরিয়া)

অধিবাসে তু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং
অনুকম্পং উপাদায় পতিগন্থাতু মুত্তমং।

(শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম)

(জানু পাতিয়া)

যো সন্নিসিন্নো বব বোধি মূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মাগঞ্চি অনন্ত ঞ্‌ঞানে
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

শ্রীমতী

বনের প্রবেশ পথে পূজা সমাধা হল। এবার চলো স্তূপ-মূলে।

মালতী

কিন্তু শ্রীমতী দিদি, ঐ দেখ, এদিকের পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ।

শ্রীমতী

বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারব, চলো।

নন্দা

বোধ হচ্চে রাজার নিষেধ।

শ্রীমতী

কিন্তু প্রভুর আদেশ আছে।

নন্দা

কী ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। একি রাষ্ট্রবিপ্লব?

শ্রীমতী

গান ধরো।

গান

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে।
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃরবে।
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নি জ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে॥
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এলো তার তরঙ্গেরি,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে॥

(একদল অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ)

রক্ষিণী

ফেরো তোমরা এখান থেকে।

শ্রীমতী

আমরা প্রভুর পূজায় চলেছি।

রক্ষিণী

পূজা বন্ধ।

শ্রীমতী

আজ প্রভুর জন্মোৎসব।

রক্ষিণী

পূজা বন্ধ।

শ্রীমতী

এও কি সম্ভব ?

রক্ষিণী

পূজা বন্ধ। আমি আর কিছু জানিনে। দাও তোমাদেব অর্ঘ্য। (পূজাব থালা প্রভৃতি ছিনাইয়া)

শ্রীমতী

এ কী পরীক্ষা আমার ! অপরাধ কি ঘটেছে কিছু ?

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং
বুদ্ধো যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

রক্ষিণী

বন্ধ করো স্তব।

শ্রীমতী

দ্বাবেব কাছেই অববোধ ! প্রবেশ আমাব ঘট্‌ল না ঘট্‌লনা।

মালতী

কাঁদো কেন শ্রীমতী দিদি ! বিনা অর্ঘ্যে বিনামন্ত্রে কি পূজা হয় না ? ভগবানতো আমাদের মনের ভিতবেও জন্মলাভ কবেচেন।

শ্রীমতী

শুধু তাই নয় মালতী, তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ সবারই জন্মোৎসব।

নন্দা

শ্রীমতী, হঠাৎ একমুহূর্ত্তে আজ এমন দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এল কেন?

শ্রীমতী

দুর্দ্দিনই যে সুদিন হয়ে ওঠ্‌বার দিন আজ। যা ভেঙেছে তা জোড়া লাগ্‌বে, যা পড়েচে তা উঠ্‌বে আবার।

অজিতা

দেখো শ্রীমতী, এখন আমার মনে হচ্চে তোমাকে যে-পূজার ভার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে নিশ্চয় ভুল আছে। সব তাই নষ্ট হল। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

শ্রীমতী

আমি ভয় করিনে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেচেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।

ভদ্রা

রাজার বাধাও সরাতে পারবে?

শ্রীমতী

সেখানে রাজার রাজদণ্ড পৌঁছয় না।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী

কী বল্‌ছিলে, শুনেছি শুনেছি। তুমি রাজার বাধাও মানোনা এত বড় তোমার সাহস!

শ্রীমতী

পূজাতে রাজার বাধাই নেই।

রত্নাবলী

নেই রাজার বাধা? সত্যি না কি? যেয়ো তুমি পূজা করতে, আমি দেখব দুই চোখের আশ মিটিয়ে।

শ্রীমতী

যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখ্‌বেন। বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে। এখন

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সব্বদা।

রত্নাবলী

তোমার দিন এবার হয়ে এসেচে, অহঙ্কার ঘুচবে।

শ্রীমতী

তা ঘুচ্‌বে। কিছুই বাকি থাক্‌বে না, কিছুই না।

রত্নাবলী

এখন আমার পালা, আমি প্রস্তুত হয়ে আসচি।

(প্রস্থান)

ভদ্রা

কিছুই ভালো লাগ্‌চে না। বাসবী বুদ্ধিমতী, সে আগেই কোথায় স'রে পড়েচে।

অজিতা

আমার কেমন ভয় করচে।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

নন্দা

ভগবতি, কোথায় চলেছেন ?

উৎপলপর্ণা

উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম্ম পীড়িত, শ্রমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষামন্ত্র পড়তে চলেচি।

শ্রীমতী

ভগবতি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না ?

উৎপলপর্ণা

কেমন করে নিয়ে যাই ? তোমার উপরে যে পূজার আদেশ আছে।

শ্রীমতী

পূজার আদেশ এখনো আছে দেবি ?

উৎপলপর্ণা

সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত সে আদেশের ত অবসান নেই ?

মালতী

নাতঃ, কিন্তু রাজার বাধা আছে যে।

উৎপলপর্ণা

ভয় নেই, ধৈর্য্য ধরো। সে বাধা আপনিই পথ করে দেবে। (প্রস্থান)

ভদ্রা

শুনচ অজিতা, রাস্তায় ও কি ক্রন্দন, না গর্জ্জন !

নন্দা

আমার ত মনে হচ্চে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ

ক'রে ভাঙচুর করচে। শ্রীমতী শীঘ্র চলো রাজমহিষী মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিইগে। (প্রস্থান)

ভদ্রা

এসো অজিতা, সমস্তই যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হচ্চে।

(রাজকুমারী প্রভৃতির প্রস্থান)

মালতী

দিদি, বাইরে ঐ যেন মরণের কান্না শুন্‌তে পাচ্চি। আকাশে দেখচ ঐ শিখা। নগরে আগুন লাগ্‌ল বুঝি। জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর তাণ্ডব কেন?

শ্রীমতী

মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।

মালতী

মনে ভয় আস্‌চে বলে বড় লজ্জা পাচ্চি দিদি। পূজা করতে যাব ভয় নিয়ে যাব এ আমার সহ্য হচ্চে না।

শ্রীমতী

তোর ভয় কিসের বোন?

মালতী

বিপদের ভয় না। কিছুই যে বুঝতে পারচিনে, অন্ধকার ঠেকচে, তাই ভয়।

শ্রীমতী

আপনাকে এই বাইরে দেখিস্‌নে। আজ যাঁর অক্ষয় জন্ম তাঁর মধ্যে আপনাকে দেখ, তোর ভয় ঘুচে যাবে।

মালতী

তুমি গান করো দিদি, আমার ভয় যাবে।

শ্রীমতী

গান

আর রেখোনা আঁধারে আমায়
দেখ্‌তে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখ্‌তে দাও॥
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয়না যে আর,
যাক্ না ধুয়ে নয়ন আমার
অশ্রুধারে ;
আমায় দেখ্‌তে দাও॥
জানিনা তো কোন্ কালো এই ছায়া !
আপন বলে ভুলায় যখন
ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা,
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে
আমায় দেখ্‌তে দাও॥

(একজন অন্তঃপুর রক্ষিণীর প্রবেশ)

রক্ষিণী

শোনো, শোনো, শ্রীমতী !

মালতী

কেন নিষ্ঠুর হচ্চো তোমরা ? আর আমাদের যেতে বোলোনা ! আমরা দুটি মেয়ে এই উদ্যানের কাছে মাটির পরে বসে থাকি না—তাতে তোমাদের কী ক্ষতি হবে ?

রক্ষিণী

তোমাদেরই বা কী তাতে প্রয়োজন ?

মালতী

ভগবান বুদ্ধ যে-উদ্যানে একদিন প্রবেশ করেছিলেন তার শেষ প্রান্তেও তাঁর পদধূলা আছে। তোমরা যদি ভিতরে না যেতে দাও তাহলে আমরা এইখানে সেই ধূলায় বসে মনের মধ্যে তাঁর জন্মোৎসব গ্রহণ করি—মন্ত্রও বলব না, অর্ঘ্যও দেব না।

রক্ষিণী

কেন বল্‌বে না মন্ত্র ? বলো, বলো। শুন্‌তেও পাব না এত কী পাপ করেচি ! অন্য রক্ষিণীরা দূরে আছে, এই বেলা আজ পুণ্য দিনে শ্রীমতী তোমার মধুর কণ্ঠ থেকে প্রভুর স্তব শুনে নিই। তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী। যেদিন তিনি এসেছিলেন অশোক ছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপ চোখে দেখেছি তার পর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন।

শ্রীমতী

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়,
নমো নমো গোতম চন্দিমায়,
নমো নমো নন্ত গুণন্নরায়,
নমো নমো সাকিয় নন্দনায় ॥

রত্নাবলী, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো।

রত্নাবলী

আমার মুখে কি পুণ্যমন্ত্র বের হবে?

শ্রীমতী

ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বল্‌বে তাই পুণ্য হবে। বলো নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়—

(ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করাইয়া লইল)

রত্নাবলী

আমার বুকের বোঝা নেমে গেল শ্রীমতী, আজকের দিন আমার সার্থক হ'ল।—যে কথা বলতে এসেছিলেম এবার বলে নিই। তুমি এখান থেকে পালাও, আমি তোমাকে পথ করে দিচ্চি।

শ্রীমতী

কেন?

রত্নাবলী

মহারাজ অজাতশত্রু দেবদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি অশোকতলে প্রভুর আসন ভেঙে দিয়েছেন।

মালতী

হায় হায় দিদি, হায় হায়, আমার দেখা হ'লো না। আমার ভাগ্য মন্দ, ভেঙে গেলো সব।

শ্রীমতী

কী বলিস মালতী! তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিম্বিসার যা গড়েছিলেন তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে? ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।

রত্নাবলী

রাজা প্রচার করেচেন সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, স্তব মন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী তাহলে তুমি আর কী করবে এখানে?

শ্রীমতী

অপেক্ষা ক'রে থাকব।

রত্নাবলী

কতদিন?

শ্রীমতী

যতদিন না পূজার ডাক আসে! যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই।

রত্নাবলী

পূর্ব্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্চি শ্রীমতী।

শ্রীমতী

কিসের ক্ষমা?

রক্ষিণী

হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী

কোরো আঘাত।

রক্ষিণী

সে আঘাত হয়ত রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সে দিনে৷ আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো।

শ্রীমতী

আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বল দিন! বুদ্ধো খমতু, বুদ্ধো খমতু।

অন্য রক্ষিণীর প্রবেশ

২ রক্ষিণী

রোদিনী!

১ রক্ষিণী

কী পাটলী।

পাটলী

ভগবতী উৎপলপর্ণাকে এরা মেরে ফেলেছে।

রোদিনী

কী সর্ব্বনাশ!

শ্রীমতী

কে মারলে?

পাটলী

দেবদত্তের শিষ্যেরা।

রোদিনী

রক্তপাত তবে সুরু হ'ল। তাই যদি হলই তাহলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সইব না। এযে প্রভুর সঙ্ঘকে মারলে। শ্রীমতী ক্ষমা চল্‌বে না, অস্ত্র ধরো!

শ্রীমতী

লোভ দেখিয়োনা রোদিনী। আমি নটী, তোমার ঐ তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাটলী

তাহলে এই নও। (তরবারী দান)

শ্রীমতী

(শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল) না, না প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলচে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হোক্, প্রভুর জয় হোক্।

পাটলী

চল্ রোদিনী, ভগবতীর দেহ বহন করে নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে। (উভয়ের প্রস্থান)

রত্নাবলী কয়েকজন রক্ষিণী সহ প্রবেশ।

রত্নাবলী

এই যে এখানেই আছে। ওকে রাজাদেশ শুনিয়ে দাও।

রক্ষিণী

মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী তোমাকে অশোক-বনে নাচতে যেতে হবে।

শ্রীমতী

নাচ! আজ!

মালতী

তোমরা এ কী কথা বলচ গো মহারাজের ভয় হোলো না এমন আদেশ করতে?

রত্নাবলী

ভয় হবারই ত কথা। সেই দিনই ত এসেচে। তাঁর নটীদাসীকেও ভয় করবেন রাজেশ্বর! গ্রাম্য বর্ব্বর!

শ্রীমতী

কখন্ নাচ হবে?

রত্নাবলী

আজ আরতির বেলায়।

শ্রীমতী

প্রভুর আসন বেদীর সাম্‌নে?

রত্নাবলী

হাঁ।

শ্রীমতী

তবে তাই হোক্!

তৃতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

শ্রীমতী ও মালতী

মালতী

দিদি, শান্তি পাচ্চিনে।

শ্রীমতী

কী হয়েচে ?

মালতী

তোমাকে যখন ওরা নাচের সাজ করাতে নিয়ে গেল আমি চুপি চুপি ঐ প্রাচীরের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। দেখি ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মৃতদেহ নিয়ে চলেচে আর,—

শ্রীমতী

থাম্‌লে কেন ? বলো।

মালতী

রাগ করবেনা দিদি ? আমি বড় দুর্ব্বল !

শ্রীমতী

কিছুতে না।

মালতী

দেখলেম অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পড়তে পড়তে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

শ্রীমতী

কে যাচ্ছিলেন ?

মালতী

দূর থেকে মনে হল যেন তিনি।

শ্রীমতী

অসম্ভব নেই।

মালতী

পণ করেছিলেম, মুক্তি যতদিন না পাই তাঁকে দূর থেকেও দেখ্‌ব না।

শ্রীমতী

রক্ষা করিস্ সেই পণ। সমুদ্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাক্‌লেই তো পার দেখা যায় না। দুরাশায় মনকে প্রশ্রয় দিস্‌নে।

মালতী

তাঁকে দেখবার আশায় মনকে আকুল করচি মনে কোরো না। ভয় হচ্চে ওঁকে তা'রা মারবে। তাই কাছে থাক্‌তে চাই। পণ রাখতে পারচিনে বলে আমাকে অবজ্ঞা কোরোনা দিদি।

শ্রীমতী

আমি কি তোর ব্যথা বুঝিনে ?

মালতী

তাঁকে বাঁচাতে পারব না কিন্তু মরতে তো পারব। আর পারলুম না দিদি, এবারকার মতো সব ভেঙে গেল। এ জীবনে হবে না মুক্তি।

শ্রীমতী

যাঁর কাছে যাচ্ছিস তিনিই তোকে মুক্তি দিতে পারবেন। কেননা তিনি মুক্ত। তোর কথা শুনে আজ একটা কথা বুঝতে পারলুম।

মালতী

কী বুঝলে দিদি!

শ্রীমতী

এখনো আমার মনের মধ্যে পুরাণো ক্ষত চাপা আছে সে আবার ব্যথিয়ে উঠল। বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেচি ততই সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েচে।

মালতী

রাজবাড়িতে তোমার মতো একলা মানুষ আর কেউ নেই তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট পাচ্চি। কিন্তু যেতে হ'ল। যখন সময় পাবে আমার জন্যের ক্ষমার মন্ত্র পোড়ো।

শ্রীমতী

"বুদ্ধো যো খলিতো দোসো.
বুদ্ধো খমতুতং মম।"

মালতী

(প্রণাম করিতে করিতে) "বুদ্ধো খমতু তং মম।" যাবার মুখে একটা গান শুনিয়ে দাও। কিন্তু তোমার ঐ মুক্তির গানে আজ একটুও মন দিতে পারব না। একটা পথের গান গাও।

শ্রীমতীর গান

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে।
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি',
সাড়া দাও, সাড়া দাও, আঁধারের ঘোরে।
ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছো কাছে
তবু ভয় হয় পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালিনিশি ভোরে।

মালতী

শোনো দিদি, আবার গর্জ্জন! দয়া নেই, কারো দয় নেই! অনন্ত কারুনিক বুদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েচেন তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না! আর দেরি করতে পারিনে। প্রণাম, দিদি! মুক্তি যখন পাবে আমাকে একবার ডাক দিয়ো, একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখো।

শ্রীমতী

চল্, তোকে প্রাচীরদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

রত্নাবলী ও মল্লিকার প্রবেশ।

রত্নাবলী

দেবদত্তের শিষ্যেরা ভিক্ষুণীকে মেরেচে! তা নিয়ে

এত ভাবনা কিসের? ওতো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।

মল্লিকা

কিন্তু আজ যে ও ভিক্ষুণী।

রত্নাবলী

মন্ত্র পড়ে কি রক্ত বদল হয়?

মল্লিকা

আজকাল তো দেখ্‌চি মন্ত্রের বদল রক্তের বদলের চেয়ে ঢের বড়ো।

রত্নাবলী

রেখে দে ওসব কথা! প্রজারা উত্তেজিত হয়েচে বলে রাজার ভাবনা! এ আমি সইতে পারিনে। তোমার ভিক্ষু-ধর্ম্ম রাজধর্ম্মকে নষ্ট করচে।

মল্লিকা

উত্তেজনার আরো একটু কারণ আছে। মহারাজ বিম্বিসার পূজার জন্য যাত্রা করে বেরিয়েচেন কিন্তু এখনো পৌঁছননি প্রজারা সন্দেহ করচে।

রত্নাবলী

কানাকানি চল্‌তে আমিও শুনেচি। ব্যাপারটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু কর্ম্মফলের মূর্ত্তি হাতে হাতে দেখা গেল।

মল্লিকা

কী কর্ম্মফল দেখ্‌লে?

রত্নাবলী

মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্ম্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বল্‌চে, যে যজ্ঞের আগুণ উনি নিবিয়েছেন সেই ক্ষুধিত আগুণ একদিন ওঁকে খাবে।

মল্লিকা

চুপ্‌ চুপ্‌ আস্তে। জানো তো, অভিশাপের ভয়ে উনি কী রকম অবসন্ন হয়ে পড়েচেন!

রত্নাবলী

কার অভিশাপ?

মল্লিকা

বুদ্ধের। মনে মনে মহারাজ ওঁকে ভারি ভয় করেন।

রত্নাবলী

বুদ্ধতো কাউকে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ দিতে জানে দেবদত্ত।

মল্লিকা

তাই তার এত মান। দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালু দেবতাকে দেয় দামী অর্ঘ্য।

রত্নাবলী

যে দেবতা হিংসা করতে জানে না, তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহের মতো।

মল্লিকা

যাই হোক্ এই বোলে যাচ্চি, আজ সন্ধ্যে বেলায় ঐ অশোক চৈত্যে পূজো হবেই।

রত্নাবলী

তা হয় হোক কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও আমি বলে দিচ্চি।

(মল্লিকার প্রস্থান)

বাসবীর প্রবেশ

বাসবী

প্রস্তুত হয়ে এলেম।

রত্নাবলী

কিসের জন্যে ?

বাসবী

শোধ তুল্‌ব বলে। অনেক লজ্জা দিয়েছে ঐ নটী।

রত্নাবলী

উপদেশ দিয়ে ?

বাসবী

না, ভক্তি করিয়ে।

রত্নাবলী

তাই ছুরি হাতে এসেচ ?

বাসবী

সে জন্যে না। রাষ্ট্র বিপ্লবের আশঙ্কা ঘটেচে। বিপদে পড়ি তো নিরস্ত্র মরব না।

রত্নাবলী

নটীর উপর শোধ তুল্‌বে কী দিয়ে ?

বাসবী

(হার দেখাইয়া) এই হার দিয়ে।

রত্নাবলী

তোমার হীরের হার !

বাসবী

বহুমূল্য অবমাননা, রাজকুলের উপযুক্ত। ও নাচবে ওর গায়ে পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দেব।

রত্নাবলী

ও যদি তিরস্কার করে ফিরে ফেলে দেয় তোমার গায়ে যদি না নেয় !

বাসবী

(ছুরি দেখাইয়া) তখন এই আছে !

রত্নাবলী

শীঘ্র ডেকে আনো মহারাণী লোকেশ্বরীকে, তিনি খুব আমোদ পাবেন।

বাসবী

আসবার সময় খুঁজেছিলেম তাঁকে। শুন্‌লেম ঘরে দ্বার দিয়ে আছেন। এ কি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে না স্বামীর পরে অভিমানে ? বোঝা গেল না।

রত্নাবলী

কিন্তু আজ হবে নটীর নতিনাট্য, তাতে মহারাণীর উপস্থিত থাকা চাই।

বাসবী

নটীর নতিনাট্য! নামটি বেশ বানিয়েছ।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা

যা মনে করেছিলেম তাই ঘটেচে। রাজ্যে যেখানে যত বুদ্ধের শিষ্য আছে মহারাজ অজাতশত্রু সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েচেন। এমনি করে গ্রহপূজা চল্‌চেই, কখনো বা শনিগ্রহ কখনো বা রবিগ্রহ।

রত্নাবলী

ভালই হয়েচে। বুদ্ধের সব ক'টি শিষ্যকেই দেবদত্তের শিষ্যদের হাতে একসঙ্গে সমর্পণ ক'রে দিন্। তাতে সময় সংক্ষেপ হবে।

মল্লিকা

সে জন্যে নয়। ওরা রাজার হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আস্‌চে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েচেন।

বাসবী

তাতে কী হয়েচে?

মল্লিকা

কী আশ্চর্য্য! এখনো জনশ্রুতি তোমার কানে

পৌঁছায়নি! সবাই অনুমান করচে, পথের মধ্যে ওরা বিম্বিসার মহারাজকে হত্যা করেচে।

বাসবী

সর্ব্বনাশ! এ কখনো সত্য হতেই পারে না!

মল্লিকা

কিন্তু এটা সত্য যে, মহারাজকে যেন আগুনের জ্বাল ধরিয়ে দিয়েচে। তিনি কোন্ একটা অনুশোচনায় ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছেন।

বাসবী

হায়, হায়, এ কী সংবাদ!

রত্নাবলী

লোকেশ্বরী মহারাণী কি শুনেচেন?

মল্লিকা

অপ্রিয় সংবাদ তাঁকে যে শোনাবে তাকে তিনি দু'খানা করে ফেলবেন। কেউ সাহস পাচ্চে না।

বাসবী

সর্ব্বনাশ হ'ল। এত বড়ো পাপের আঘাত থেকে রাজবাড়ীর কেউ বাঁচবে না। ধর্ম্মকে নিয়ে যা খুসি করতে গেলে কি সহ্য হয়?

রত্নাবলী

ঐ রে! বাসবী আবার দেখ্‌চি নটীর চেলা হবার দিকে ঝুঁকচে। ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্ম্মের মূঢ়তার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্টা করে।

বাসবী

কখনো না। আমি কিছু ভয় করিনে। ভদ্রাকে এই খবরটা দিয়ে আসিগে।

রত্নাবলী

মিথ্যা ছুতো করে পালিয়ো না। ভয় তুমি পেয়েচ। তোমাদের এই অবসাদ দেখ্‌লে আমার বড়ো লজ্জা করে। এ কেবল নীচ সংসর্গের ফল।

বাসবী

অন্যায় বলচ তুমি, আমি কিছুই ভয় করিনে।

রত্নাবলী

আচ্ছা তাহলে অশোক বনে নাচ দেখতে চলো।

বাসবী

কেন যাব না! তুমি ভাবচ আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্চ?

রত্নাবলী

আর দেরী নয়, মল্লিকা, শ্রীমতীকে এখনি ডাকো, সাজ হোক্ বা না হোক্। রাজকন্যারা যদি না আস্‌তে চায় রাজকিঙ্করীদের সবাইকে চাই নইলে কৌতুক অসম্পূর্ণ থাকবে।

বাসবী

ঐ যে শ্রীমতী আসচে। দেখ, দেখ, যেন চল্‌চে স্বপ্নে। যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একটুও নেই!

(ধীরে ধীরে শ্রীমতীর প্রবেশ ও গান)

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও, পরাও জ্যোতির টীকা,
করো হে আমার লজ্জাহরণ।

রত্নাবলী

এই দিকে পথ। আমাদের কথা কি কানে পৌঁচচ্ছে না? এই যে এই দিকে।

গান

পরশ রতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা কিছু কালো,
যা-কিছু বিরূপ হোক্ তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ॥

রত্নাবলী

বাসবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো।

বাসবী

না, আমি যাবো না।

রত্নাবলী

কেন যাবে না?

বাসবী

তবে সত্যকথা বলি। আমি পারব না।

রত্নাবলী

ভয় করচে ?

বাসবী

হাঁ ভয় করচে।

রত্নাবলী

ভয় করতে লজ্জা করচে না ?

বাসবী

একটু মাত্রও না। শ্রীমতী সেই ক্ষমার মন্ত্রটা।

শ্রীমতী

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং
বুদ্ধো যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

বাসবী

'বুদ্ধো খমতু তং মম, বুদ্ধো খমতু তং মম,
বুদ্ধো খমতু তং মম।

শ্রীমতীর গান

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা
ম্লান দীপের থালা
হ'ল খান্ খান্।
এবার তবে জ্বালো
আপন তারার আলো,
রঙীন ছায়ার এই গোধূলি হোক্ অবসান॥

এসো পারের সাথী।
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে,
অন্ধকারের ঘাটে
সব-হারানো নাটে
এনেছি এই গান ॥

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

অশোকতল। ভাঙা স্তূপ

ভগ্নপ্রায় আসন বেদী।

রত্নাবলী। রাজকিঙ্করীগণ। একদল রক্ষিণী।

১ রাজকিঙ্করী

রাজকুমারী, আমাদের প্রাসাদের কাজে বিলম্ব হচ্চে।

রত্নাবলী

আর একটু অপেক্ষা করো। মহারাণী লোকেশ্বরী স্বয় এসে দেখ্‌তে চান। তিনি না এলে নাচ আরম্ভ হতে পারে না।

২ রাজকিঙ্করী

আপনার আদেশে এসেচি। কিন্তু অধর্ম্মের ভয়ে মন ব্যাকুল।

৩ রাজকিঙ্করী

এইখানেই প্রভুকে পূজা দিয়েছি, আজ এখানেই নটীর নাচ দেখা! ছি ছি! কেমন করে এ পাপের ক্ষালন হবে?

৪ রাজকিঙ্করী

এত বড় বীভৎস ব্যাপার এখানে হবে জান্‌তেম না। থাকতে পারব না, আমরা কিছুতে না!

রত্নাবলী

মন্দভাগিনী তোরা, শুনিস্ নি, বুদ্ধের পূজা এ রাজ্যে নিষিদ্ধ হয়েছে।

৪ রাজকিঙ্করী

রাজাকে অমান্য করা আমাদের সাধ্য নেই। ভগবানের পূজা নাই করলেম কিন্তু তাই বলে তাঁর অপমান করতে পারিনে।

১ম রাজকিঙ্করী

রাজবাড়ির নটীর নাচ রাজকন্যা রাজবধূদেরই জন্যে। এ সভায় আমাদের কেন? চলো, তোমরা, আমাদের যেখানে স্থান সেখানে যাই।

রত্নাবলী

(রক্ষিণীদের প্রতি) যেতে দিয়োনা ওদের। এইবার শীঘ্র নটীকে ডেকে নিয়ে এসো।

১ম কিঙ্করী

রাজকুমারী এ পাপ নটীকে স্পর্শ করবে না। এ পাপ তোমারই।

রত্নাবলী

তোরা ভাবিস তোদের নতুন ধর্ম্মের নতুন গড়া পাপকে আমি গ্রাহ্য করি!

২য় কিঙ্করী

মানুষের ভক্তিকে অপমান করা এ তো চিরকালের পাপ।

রত্নাবলী

এই নটীসাধ্বীর হাওয়া তোমাদের সবাইকে লাগলো দেখচি। আমাকে পাপের ভয় দেখিয়ো না, আমি শিশু নই।

রক্ষিণী

(১ কিঙ্করীর প্রতি) বসুমতি, আমরা শ্রীমতীকে ভক্তি করেচি। কিন্তু ভুল করেচি তো। সে তো নাচতে রাজি হোল!

রত্নাবলী

রাজি হবে না; রাজার আদেশকে ভয় করবে না?

রক্ষিণী

ভয় তো আমরাই করি, কিন্তু—

রত্নাবলী

নটীর পদ কি তোমাদেরও উপরে?

১ম কিঙ্করী

আমরা তো ওকে নটী বলে আর ভাবতুম না। আমরা ওর মধ্যে স্বর্গের আলো দেখেচি।

রত্নাবলী

নটী স্বর্গে গিয়েও নাচে তা জানিস্‌নে!

রক্ষিণী

শ্রীমতীকে পাছে রাজার আদেশে আঘাত করতে হয় এই ভয় ছিল কিন্তু আজ মনে হচ্চে রাজার আদেশের অপেক্ষা করার দরকার নেই।

১ম কিঙ্করী

ও পাপীয়সীর কথা থাক্! কিন্তু এই পাপদৃশ্যে দুই চোখকে কলঙ্কিত করলে আমাদের গতি হবে কী?

রত্নাবলী

এখনো নটীর সাজ শেষ হল না! দেখ্‌চ তো তোমাদের নটীসাধ্বীর সাজের আনন্দ কত!

১ম কিঙ্করী

ঐ যে এল! ইস্, দেখেচিস্ ঝল্‌মল্ করচে!

২য় কিঙ্করী

পাপ দেহে একশো বাতির আলো জ্বালিয়েচে!

শ্রীমতীর প্রবেশ।

১ম কিঙ্করী

পাপিষ্ঠা, শ্রীমতী! ভগবানের আসনের সম্মুখে, নির্লজ্জ, তুই আজ নাচ্‌বি! তোর দুখানা পা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলোনা এখনো?

শ্রীমতী

উপায় নেই, আদেশ আছে।

২ রাজকিঙ্করী

নরকে গিয়ে শত লক্ষ বৎসর ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে তোকে দিনরাত নাচতে হবে এ আমি বলে দিলেম।

৩ রাজকিঙ্করী

দেখো একবার। পাতকিনী আপাদমস্তক অলঙ্কার পরেচে। প্রত্যেক অলঙ্কারটি আগুনের বেড়ী হয়ে তোর

হাড়ে মাংসে জড়িয়ে থাক্‌বে, তোর নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার স্রোত বইয়ে দেবে, তা জানিস্‌ ?

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা

(জনান্তিকে, রত্নাবলীকে)

রাজ্যে বুদ্ধপূজার যে-নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পথে পথে দুন্দুভি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চল্‌চে। হয় তো এখনি এখানেও আস্‌বে তাই সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরো একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা করবেন তার জন্যে প্রস্তুত হচ্চেন।

রত্নাবলী

একবার দৌড়ে যাও তাহলে মল্লিকা— শীঘ্র মহারাণী লোকেশ্বরীকে ডেকে নিয়ে এসো।

মল্লিকা

ঐ যে তিনি আস্‌চেন !

লোকেশ্বরীর প্রবেশ

রত্নাবলী

মহারাণী, এই আপনার আসন।

লোকেশ্বরী

থামো। শ্রীমতীর সঙ্গে নিভৃতে আমার কথা আছে। (শ্রীমতীকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া) শ্রীমতী !

শ্রীমতী

কী মহারাণী !

লোকেশ্বরী

এই লও, তোমার জন্যে এনেছি।

শ্রীমতী

কী এনেচেন ?

লোকেশ্বরী

অমৃত।

শ্রীমতী

বুঝতে পারচিনে।

লোকেশ্বরী

বিষ। খেয়ে মরো, পরিত্রাণ পাবে।

শ্রীমতী

পরিত্রাণের আর উপায় নেই ভাবচেন ?

লোকেশ্বরী

না। রত্নাবলী আগেই গিয়ে রাজার কাছ থেকে তোমার জন্যে নাচের আদেশ আনিয়েছে। সে আদেশ কিছুতেই ফিরবে না জানি।

রত্নাবলী

মহারাণী, আর সময় নেই, নৃত্য আরম্ভ হোক।

লোকেশ্বরী

এই নে, শীঘ্র খেয়ে ফেল্। এখানে ম'লে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচ্‌লে যাবি অবীচি নরকে।

শ্রীমতী

সর্ব্বাগ্রে আদেশ পালন করে নিই।

লোকেশ্বরী

নাচ্‌বি?

শ্রীমতী

হাঁ নাচব।

লোকেশ্বরী

ভয় নেই তোর?

শ্রীমতী

না, কিছু না।

লোকেশ্বরী

তবে তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

শ্রীমতী

যিনি উদ্ধারকর্ত্তা তিনি ছাড়া।

রত্নাবলী

মহারাণী, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী চল্‌বে না। বাইরে গোলমাল শুনচ না? হয়ত বিদ্রোহীরা এখনি রাজোদ্যানে ঢুকে পড়বে। নটী, নাচ সুরু হোক্।

গান ও নাচ

আমায় ক্ষমোহে ক্ষমো, নমোহে নমঃ,
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে॥

আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥

রত্নাবলী

এ কী রকম নাচ? এতো নাচের ভাণ। আর এই গানের অর্থ কী?

লোকেশ্বরী

না না বাধা দিয়োনা।

গান ও নাচ

এ কি পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে।
শান্তি সাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥

রত্নাবলী

এ কী হচ্চে? গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ঐ স্তূপের আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্চে। ঐ গেল কঙ্কণ, ঐ গেল কেয়ূর, ঐ গেল হার। মহারাণী দেখচেন এ সমস্ত রাজ-বাড়ির অলঙ্কার—এ কী অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলঙ্কার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনি।

লোকেশ্বরী

শান্ত হও, শান্ত হও। ওর দোষ নেই, এমনি করে আভরণ ফেলে দেওয়া, এই নাচের এতোই অঙ্গ। আনন্দে আমারো শরীর দুলে উঠচে। (গলা হইতে হার খুলিয়া ফেলিয়া) শ্রীমতী, থোমোনা, থোমোনা।

গান ও নাচ

আমি কানন হ'তে তুলিনি ফুল,
মেলেনি মোরে ফল।
কলস মম শূন্য সম
ভরিনি তীর্থজল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা,
তোমার চরণে হোক্ তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥

রত্নাবলী

এ কী রকম নাচের বিড়ম্বনা! নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে। দেখ্‌চ ত মহারাণী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র! এ'কেই কি পূজা বলেনা? রক্ষিণী তোমরা দেখ্‌চ। মহারাজ কী দণ্ড বিধান করেচেন মনে নেই?

রক্ষিণী

শ্রীমতী ত পূজার মন্ত্র পড়েনি।

শ্রীমতী

জানু পাতিয়া

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি—

রক্ষিণী

(শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া) থাম্‌ থাম্‌ দুঃসাহসিকা, এখনো থাম্‌।

রত্নাবলী

রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি—

কিঙ্করীগণ

সর্ব্বনাশ করিস্‌নে শ্রীমতী, থাম্‌ থাম্‌!

রক্ষিণী

যাস্‌নে মরণের মুখে, উন্মত্তা!

২ রক্ষিণী

আমি করজোড়ে মিনতি করচি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ।

কিঙ্করীগণ

চক্ষে দেখ্‌তে পারব না, দেখ্‌তে পারব না, পালাই আমরা। (পলায়ন)

রত্নাবলী

রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি ধম্মং সরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি

লোকেশ্বরী (জানু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

(রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করিতেই সে আসনের উপর পড়িয়া গেল)

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, বলিতে বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধূলা লইল)

লোকেশ্বরী

(শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া) নটী তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। (বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।

(রত্নাবলী ধূলিতে বসিয়া পড়িল)

মল্লিকা

কী ভাবচ?

রত্নাবলী

(বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া) এইবার আমার ভয় হচ্চে।

প্রতিহারিণীর প্রবেশ

মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের পূজা নিয়ে কাননদ্বারে অপেক্ষা করচেন দেবীদের সম্মতি চান।

মল্লিকা

চলো, আমি মহারাজকে দেবীদের সম্মতি জানিয়ে আসিগে। (মল্লিকার প্রস্থান)

লোকেশ্বরী

বলো তোমরা সবাই, বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী

ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে

ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে

নত্থি মে সরণং অঞ্‌ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চ বজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং॥

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা

মহারাজ, এলেন না, ফিরে গেলেন।

লোকেশ্বরী

কেন?

মল্লিকা

সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।

লোকেশ্বরী

কাকে তাঁর ভয়?

মল্লিকা

ঐ হতপ্রাণ নটীকে।

লোকেশ্বরী

চলো পালঙ্ক নিয়ে আসি। এর দেহকে সকলে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। (রত্নাবলী ছাড়া সকলের প্রস্থান)

রত্নাবলী

(শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম ও জানু পাতিয়া বসিয়া)
বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।